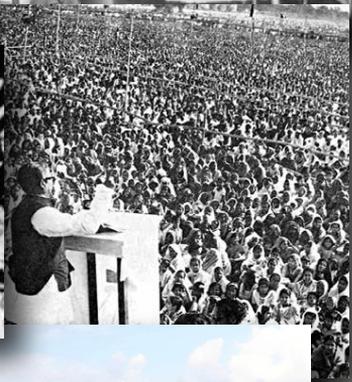




বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের **পথচলো**





১৯৪৯

২৩ জুন : ঢাকার কেএম দাস লেনের কেএম বশির হুমায়ূনের বাসভবন 'রোজ গার্ডেন'-এ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

১৯৫২

২৬ জানুয়ারি : নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কারাবন্দী শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল প্রিজন সেলে থাকা অবস্থায় বাইরের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার দিক-নির্দেশনা দেন।

২১ ফেব্রুয়ারি : ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলে গুলি। রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত ও অহিউল্লাহ শহীদ।

১৯৫৫

২১-২৩ অক্টোবর : কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নতুন নাম নির্ধারণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'।

১৯৬২

স্বাধীনতার লক্ষ্যে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতির সূচনা। এ লক্ষ্যে ছাত্র-যুব নেতাদের নিয়ে গোপন নিউক্লিয়াস গঠন।

৩০ জানুয়ারি : সোহরাওয়ার্দী গ্লেফতার। প্রতিবাদে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূচনা। ১০ সেপ্টেম্বর মুজিলাভ করেন সোহরাওয়ার্দী। পরের বছর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

১৯৬৬

০৫ ফেব্রুয়ারি : লাহোরে শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবি উত্থাপন।

১৮ মার্চ : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি অনুমোদন। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৬৮

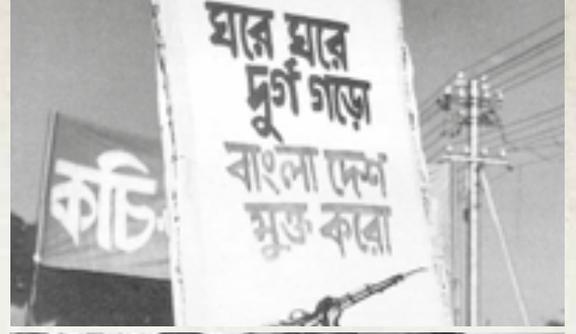
১৮ জানুয়ারি : শেখ মুজিবকে ১নং আসামি করে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য মামলা দায়ের। এ মামলাটিই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিত।

১৯৬৯

১৭-২০ জানুয়ারি : ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্রদের প্রথম বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল। পুলিশি হামলা। ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ নিহত।

২৪ জানুয়ারি : ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান। স্কুলছাত্র মতিউরসহ কয়েকজন নিহত। কারফিউ ভঙ্গ।

২২ ফেব্রুয়ারি : শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার।



১৯৭০

০৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসনে জয়লাভ।

১৭ ডিসেম্বর : পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগের ২৮৮ আসন লাভ।



১৯৭১

০১ মার্চ : ইয়াহিয়া কর্তৃক ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে সমগ্র বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভেরণ।

০২ মার্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

০৫ মার্চ- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করে দেন, সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

০৭ মার্চ : রেসকোর্স ময়দানের ১০ লাখ লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ১০-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

২৫ মার্চ : রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর সামরিক অভিযান এবং রাজধানী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে।

২৬ মার্চ : পঁচিশে মার্চ রাত ১২টার কিছু পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎকালীন ইপিআরের ওয়ারলেসযোগে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা চট্টগ্রামসহ সারাদেশে প্রচারিত হয়। চট্টগ্রামসহ সারাদেশে

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা মাইকিং করে এবং লিফলেট আকারে বিতরণ করা হয়। বেলা সোয়া ২টায়ে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গমন করেন এবং সেখান থেকে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন।

১০ এপ্রিল : বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ (এমএনএ, এমপিএ) এক সভায় মিলিত হয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠন করেন। গণপরিষদ একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। তারা বঙ্গবন্ধুকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৭ এপ্রিল : বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ এবং নবগঠিত সরকার শপথ গ্রহণ করে।

মার্চ- ডিসেম্বর : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির সহযোগিতায় বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা, গণধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ফলে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন।

১৬ ডিসেম্বর : আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পনের পূর্বে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের গুলিবিনিময় শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।



১৯৭২

০৬ জানুয়ারি : পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ।

১০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১২ জানুয়ারিঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১০ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মান জুলিও কুরি পদক দান।

১৯৭৩

০৭ মার্চ : বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত। নির্বাচনে ৩০০-এর মধ্যে আওয়ামী লীগ দলের ২৯২টি আসন লাভ।

১৯৭৫

০৬ জুন : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র- এই চার মূলনীতি নিয়ে বাকশালের সংবিধান ঘোষিত। দলের কার্যকরী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। দলের ৫টি অঙ্গ সংগঠন হলো- ১. জাতীয় কৃষক লীগ ২. জাতীয় শ্রমিক লীগ ৩. জাতীয় মহিলা লীগ ৪. জাতীয় যুবলীগ ৫. জাতীয় ছাত্রলীগ।

১৫ আগস্ট : খুব ভোরে সামরিক বাহিনীর একদল নরপশুর হাতে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যগণ নিহত হন।

০৩ নভেম্বর : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মো. মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা।

১৯৮১

১৬ ফেব্রুয়ারি : শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ-এর সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৭ মে : আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৯৮৭

০৩ জানুয়ারি : শেখ হাসিনা পুনরায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৮৮

২৪ জানুয়ারি : চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলের মিছিলে গুলিতে ৯ জন নিহত।

১৯৯০

০৩ জানুয়ারি : সিলেটে শেখ হাসিনা, ভাত ও ভোটের অধিকারের জন্যেই ৭-দফার সংগ্রাম।

০৬ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৯২

০১ মার্চ : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত সমাবেশে জাহানারা ইমাম বলেন, গোলাম আযমের বিচার করা আমাদের জন্য ফরজ কাজ।

০৭ মার্চ : শেখ হাসিনাসহ ১০০ সংসদ সদস্যের গোলাম আযমকে গণ-আদালতে বিচারের দাবির সাথে একাত্ম ঘোষণা।

১৯৯৪

২৫ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনা মিন্টো রোডের বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবন ত্যাগ করেন।

২৮ ডিসেম্বর : জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, এনডিপি সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ।

১৯৯৬

১২ জুন : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।

০২ অক্টোবর : ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের।

১২ নভেম্বর : সংসদে ইনডেমনিটি বাতিল বিল পাস।



১৯৯৭

০১ জানুয়ারি : ঐতিহাসিক বাংলা-ভারত পানিবন্টন চুক্তি কার্যকর। পানিপ্রবাহ ছিল ৮২ হাজার কিউসেক। আগের বছর এ সময়ে পানি ছিল ৪২ হাজার কিউসেক।

১৯৯৮

১০ ফেব্রুয়ারি : খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রথম পর্ব শেষ। প্রধানমন্ত্রীর সন্তু লারমাকে শান্তির প্রতীক গোলাপ ফুল প্রদান। বেলা ১২টা ৫২ মিনিটে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে ৪৫৬ সশস্ত্র সদস্যসহ ৭৩৯ বিদ্রোহীর অস্ত্র সমর্পণ; নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে তারা ৪৫৬টি অস্ত্র তুলে দেন।

২০০২

২৬ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

২০০৪

২১ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তাকে এবং তার অনুগামীদের হত্যার উদ্দেশে নারকীয় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। ওই ঘটনায় সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবাণীতে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন। কানের পর্দা ফেটে গিয়ে আহত হন শেখ হাসিনা।

২০০৭

১৮ এপ্রিল : হাসিনার দেশে ফেরার নিষেধাজ্ঞা। শেখ হাসিনার কোনো বক্তৃতা বা মন্তব্য যেন টেলিকাস্ট বা ছাপানো না হয় তার জন্য পরবর্তী আদেশ সাপেক্ষে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বলেছে এক মেজরের বার্তা।

০৬ মে : শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে অনুমতি পেয়েছেন ১০ নেতা। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজপথে লাখো জনতা।

১৬ জুলাই : আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২০০৮ সালের ১১ জুন প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কারাভ্রমণী থাকেন।

২০০৮

দেশে ফেরার পর থেকেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারে পুরোদমে আন্দোলন শুরু করে। জরুরী অবস্থার অবসান এবং যথাসময়ে নির্বাচনের দাবিসহ ৬-দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপি দুর্বীর আন্দোলন গড়ে ওঠে। দুবছরের ব্যবধানে সরকারকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য করার মাধ্যমে সেনা দখল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে শেখ হাসিনা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

০৭ জুন : ৭ জুন থেকে ৩০ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তিসহ ৬-দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা ও ১৫ থেকে ৩০ জুন জেলায় জেলায় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১২ ডিসেম্বর : শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দিনবদলের সনদ উপস্থাপন করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

২৯ ডিসেম্বর : নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬৪টি আসন লাভ করে।

২০০৯

০৬ জানুয়ারি : জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ।

২৪ জুলাই: আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা সভাপতি এবং সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০১০

১২ জানুয়ারি: বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি' পদক ২০০৯-এ ভূষিত হন শেখ হাসিনা।

২০১২

১৪ মার্চ: মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলায় আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ইটলসের রায়ে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯ জুন: ছোট বোন শেখ রেহানা'কে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ ও এর ইংরেজি সংস্করণ 'The Unfinished Memoires' এর মোড়ক উন্মোচন করেন শেখ হাসিনা। ৯ জুলাই গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবে তিনি বলেন, 'জাতির সম্পদ জাতির হাতে তুলে দিলাম।'

১৪ অক্টোবর : টেলিটকের প্রিজি প্রযুক্তি উদ্বোধন।

১৭ ডিসেম্বর : সাধারণ অধিবেশনের সভায় ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া 'জনগণের ক্ষমতায়ন' এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাব পাস হয়।

২৯ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা সভাপতি এবং সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০১৩

০৪ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসাধারণের জন্য খুলে দেন স্বপ্নের কুড়িল ফ্লাইওভার।

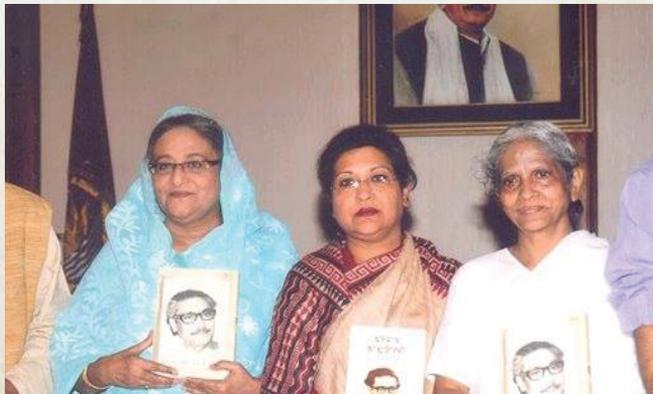
১৮ আগস্ট : গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞানী মাকছুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয় যুগান্তকারী এ সফলতা।

২৩ সেপ্টেম্বর: দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কো-অপারেশনের 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী।

০২ অক্টোবর : পাবনার ঈশ্বরদীতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১১ অক্টোবর : রাজধানীতে নির্মিত দেশের বৃহত্তম ফ্লাইওভার 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়াল সেতু' উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

২১ নভেম্বর : আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকার গঠন।



২০১৪

০৫ জানুয়ারি : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

১২ জানুয়ারি : তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।



২০১৫

৫ জানুয়ারি : বিএনপি-জামাত জোট সারাদেশে অবরোধ-হরতালের নামে পেট্রোলবোমা, গান পাউডার, ককটেল, অগ্নিসংযোগ এবং গোলাগুলি করে টানা ৯০ দিনে ১৪০ মানুষকে হত্যা, ৩৫০ মানুষকে অগ্নিদগ্ধ এবং ১ হাজার ৫০০ মানুষকে আহত করে।



২৯ মে : সমুদ্র বিজয়, ভারতের সাথে স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে নেতৃত্ব দেওয়ায় জাতীয় নাগরিক কমিটি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে এক বিশাল নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২০১৯

২১ শে ডিসেম্বরঃ আওয়ামী লীগের ২১ তম কাউন্সিল অধিবেশনে পুনরায় শেখ হাসিনা সভাপতি, ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

২০২০

মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ৬ কোটি অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তাসহ ১ লক্ষ ২৬ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনা দেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

২০২১

২৭ জানুয়ারিঃ করোনা ভাইরাস থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে করোনা টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

২০২২

১৭-২৬ মার্চঃ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানদের নিয়ে বর্নাত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

২০১৬

২৩ অক্টোবর : ২০তম জাতীয় সম্মেলনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা, সাধারণ সম্পাদক হন ওবায়দুল কাদের।

২০১৮

১৮ ডিসেম্বর : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তারুণ্যবান্ধব নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা।

৩০ ডিসেম্বর : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৫০টির বেশি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ।

২০১৯

৭ জানুয়ারি : টানা তৃতীয়বার ও মোট চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।



বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

পর্যবেক্ষণ

www.albd.org